# অনুসন্ধান

# কিতাবুল মোকাদ্দস

**একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস**

**অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ**

**অষ্টাদশ খণ্ড : ফিলীমন**

**BACIB VERSION**

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

**প্রকাশক :**

**বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)**

**Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)**

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

**List of the Various Sources:**

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

**Research, Study, Translation, Editing and Rewriting:** Shamsul Alam Polash (M. Th)

**Co-translator:** Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

**Graphics and Maps:** Ruth Salome

**This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.**

**Published by:**
**Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)**
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

**Visit: www.ibc-bacib.com**

BACIB | International Bible CHURCH

# অষ্টাদশ খণ্ড : ফিলীমন

## ভূমিকা

**পত্রখানির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান:**
সম্ভবত ৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলসীয়দের কাছে পত্র লেখার সময় পৌল একই সাথে এই সংক্ষিপ্ত পত্রটিও লিখেছিলেন। তুখিক ও ওনীষিমকে দিয়ে তিনি এই পত্রটি কলসীয়তে পাঠান। স্পষ্টত তিনি পত্রটি রোমে কারাবন্দী থাকা অবস্থায় লিখেছিলেন।

**প্রাপক:**
পৌল এ পত্রটি লিখেছিলেন কলসীয় মণ্ডলীর ফিলীমন নামের একজন ঈমানদারের কাছে।

**উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু:**
ফিলীমন কলসীয় মণ্ডলীর অন্যতম ধনী একজন ঈসায়ী ঈমানদার ছিলেন। তার বেশ কয়েকজন কৃতদাস ছিল। তাদেরই মধ্যে ওনীষিম নামের এক কৃতদাস তার কাছ থেকে কিছু চুরি করে বলে প্রতীয়মান হয় এবং সে পালিয়ে যায়। রোমীয় আইনে এ ধরনের চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ওনীষিম পৌলের দেখা পায় এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে ঈসায়ী হয়। পৌল তাকে এই ব্যক্তিগত পত্রে জানান যে, ওনীষিম এখন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে চায় এবং ফিলীমন যেন তাকে একজন ঈসায়ী ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নেন। পৌল চেয়েছিলেন যেন ওনীষিম ফিলীমনের কাছে ফিরে গিয়ে সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করে।

**প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ও রোমীয় সমাজে দাসপ্রথা:**
প্রথম শতাব্দীতে দাস প্রথা সেই সমাজে একটা সাধারণ বিষয় ছিল। শহর ও নগরে বসবাসকারী লোকদের তিন ভাগের এক ভাগ লোকই ছিল গোলাম। অনেক গোলাম-বাঁদী ঈসায়ী হয়েছিল (১ করিন্থীয় ৭:২১; কলসীয় ৩:২২-৪:১; ইফিষীয় ৬:৫-৯; ১ তীমথিয় ৬:১-২; তীত ২:৯-১০; ১ পিতর ২:১৮)। সে যুগের রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক লোকই জন্মসূত্রেই গোলাম হয়ে জন্মলাভ করত। অনেকে আবার অপহরণ হয়ে গোলাম বা বাঁদী হিসাবে বিক্রি হত (১ তীমথি ১:১০)। কারও কারও আবার নানা কারণে গোলাম বা বাঁদীর ভাগ্যকে বরণ করে নিতে হত, যেমন– ঋণের দায় হিসাবে। ৩০ বছর বয়সের সময়ে অনেক গোলামই মুক্ত হতে পারত। কেউ গায়ের রং বা জাতীয়তার কারণে গোলাম হত না। পৌল যদিও প্রত্যক্ষভাবে দাসত্বের নিন্দা করেন নি, তথাপি আমরা দেখি যে, তিনি ওনীষিমকে একজন গোলাম হিসাবে নয় কিন্তু একজন ভাইরূপে গ্রহণ করতে ফিলীমনকে অনুরোধ করেছেন (ফিলীমন ১৬ আয়াত)। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, “ইহুদী বা গ্রীক, গোলাম বা স্বাধীন, নর ও নারীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই, কেননা মসীহ্ ঈসাতে তোমরা সকলেই এক হয়েছ” (গালাতীয় ৩: ২৮)।

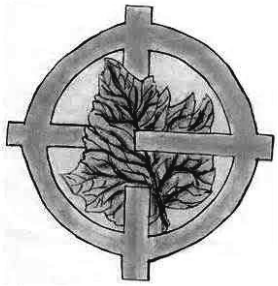

**প্রধান আয়াত:** “কারণ হয়তো সে এই জন্যই অল্প সময়ের জন্য পৃথক্ হয়েছিল যেন তুমি অনন্তকালের জন্য তাকে পেতে পার। কিন্তু তুমি তাকে পুনরায় গোলামের মত নয় বরং গোলামের চেয়ে বেশি কিছু, প্রিয় ভাইয়ের মত পাবে; বিশেষভাবে সে আমার প্রিয় এবং দৈহিক সম্পর্কে ও প্রভুতে, উভয়ের সম্বন্ধে তোমার কত বেশি প্রিয়!” (১৫, ১৬)।

**প্রধান প্রধান লোক:** পৌল, ফিলীমন, ওনীষিম।

**প্রধান স্থানসমূহ:** কলসি, রোম।

**রূপরেখা:**
শুভেচ্ছা (১-৩)
(ক) ফিলীমনের মহব্বত ও ঈমান (৪-৭)
(খ) ওনীষিমের জন্য নিবেদন (৮-২১)
(গ) শেষ কথা ও দোয়া (২২-২৫)

# ওনীষিম

ওনীষিম নামের অর্থ *উপযোগী*। তিনি ছিলেন কলসী শহরের ফিলীমন নামক একজন ধনী লোকের ক্রীতদাস। তিনি তার মনিবের কিছু জিনিস চুরি করে রোমে পালিয়ে যান এবং সেখানে প্রেরিত পৌলের তবলিগে ঈমান এনে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হন। তার রূহানিক বৃদ্ধি ও ভক্তির কারণে পৌল তাকে “বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই” বলে সম্বোধন করেছেন (কল ৪:৯)। পরবর্তীতে পৌল এবং ওনীষিম সিদ্ধান্ত নেন যে, ওনীষিমের এবার বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। তখন পৌল একটি চিঠি অর্থাৎ ফিলীমনের প্রতি লিখিত পত্রটি দিয়ে তার মনিবের কাছে তাকে ফেরত পাঠান। প্রেরিত পৌল তাঁর পত্রে ফিলীমনকে মিনতি করেন যেন তিনি তার গোলাম ওনীষিমকে প্রিয় ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন। ওনীষিম ফিলীমনের যে জিনিসগুলো চুরি করেছিলেন তা পৌল নিজে ফেরত দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তুখিক যখন কলসীয়দের প্রতি লিখিত প্রেরিত পৌলের পত্রটি নিয়ে কলসী শহরে যান, তখন ওনীষিমকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান, ফিলীমন ১:১৬,১৮। ওনীষিমের এই গল্প সকলের কাছে বিদ্রোহী বন্দীদের পুনরায় গ্রহণ করা এবং মুক্তির একটি অসাাধারণ দলিল হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। উপরন্তু এটি প্রেরিত পৌলের চরিত্র ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে জীবন পরিবর্তনের ধার্মিকতার নীতির একটি চমৎকার নিদর্শন হিসেবে ঈমানদারদের আদর্শস্বরূপ।

**সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:**

- পৌলের সুসমাচার তবলিগ শুনে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।
- একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন এবং রোমে পৌলের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
- একজন বাধ্য গোলামের মত তার মালিকের কাছে ফিরে গেছেন।

**দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:**

- তার মালিক ফিলীমনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

**তার জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:**

- আল্লাহ্‌ তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে ক্ষমা করেন।
- আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারি না।

**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

- **কোথায়:** কলসী
- **পেশা:** গোলাম
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, তুখিক, ফিলীমন।

**মূল আয়াত:** “কারণ হয়তো সে এই জন্যই অল্প সময়ের জন্য পৃথক্‌ হয়েছিল যেন তুমি অনন্তকালের জন্য তাকে পেতে পার। কিন্তু তুমি তাকে পুনরায় গোলামের মত নয় বরং গোলামের চেয়ে বেশি কিছু, প্রিয় ভাইয়ের মত পাবে; বিশেষভাবে সে আমার প্রিয় এবং দৈহিক সম্পর্কে ও প্রভুতে, উভয়ের সম্বন্ধে তোমার কত বেশি প্রিয়!” (ফিলীমন ১:১৫,১৬)।

পুরো ফিলীমন পত্রটি লেখা হয়েছে ওনীষিমকে নিয়ে। এছাড়া কলসীয় ৪:৯ আয়াতে ওনীষিমের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

### শুভেচ্ছা

১ [1] পৌল, মসীহ্ ঈসার বন্দী এবং ভাই
তীমথি– আমাদের মহব্বতের পাত্র ও
সহকর্মী ফিলীমন, [2] বোন আপ্পিয়া ও আমাদের
সহসেনা আর্খিপ্প এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলী
সমীপে। [3] আমাদের পিতা আল্লাহ্ ও ঈসা
মসীহের কাছ থেকে তোমাদের উপরে রহমত ও
শান্তি বর্ষিত হোক।

### ফিলীমনের মহব্বত ও ঈমান

[4] আমি আমার মুনাজাতের সময় তোমার নাম
উল্লেখ করে সব সময় আমার আল্লাহ্‌র শুকরিয়া
করে থাকি, [5] কেননা সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি
তোমার যে মহব্বত আছে ও প্রভু ঈসার প্রতি
তোমার যে ঈমান আছে, সে কথা আমি শুনতে
পাচ্ছি। [6] আমি মুনাজাত করছি যে, আমাদের
মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞান ধারণ
করে তোমার ঈমানের সহভাগিতা যেন মসীহের
জন্য কার্যকরী হয়। [7] হে আমার ভাই, তোমার
মহব্বত থেকে আমি অনেক আনন্দ ও উৎসাহ
পেয়েছি, কারণ তোমার দ্বারা পবিত্রগণের প্রাণ
জুড়িয়েছে।

### ওনীষিমের জন্য নিবেদন

[8] অতএব, তোমার যা করণীয় সেই বিষয়ে
তোমাকে হুকুম দিতে যদিও মসীহে আমার
সম্পূর্ণ সাহস আছে, [9] তবুও আমি মহব্বতের
দরুন বরং ফরিয়াদ করছি– আমি পৌল, এক
জন বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং এখন মসীহ্ ঈসার জন্য এক
জন বন্দী– [10] আমি নিজের সন্তানের বিষয়ে,
কারাগারে বন্দী অবস্থায় যাকে জন্ম দিয়েছি, সেই
ওনীষিমের বিষয়ে তোমাকে ফরিয়াদ করছি।
[11] সে আগে তোমার অনুপযোগী ছিল কিন্তু এখন
তোমার ও আমার, উভয়ের উপযোগী।
[12] তাকেই আমি তোমার কাছে ফিরে পাঠালাম,
অর্থাৎ আমার নিজের প্রাণতুল্য ব্যক্তিকে
পাঠালাম। [13] আমি তাকে আমার কাছে রাখতে
চেয়েছিলাম যেন ইঞ্জিল তবলিগের জন্য আমার
বন্দী অবস্থায় সে তোমার পরিবর্তে আমার
পরিচর্যা করে। [14] কিন্তু তোমার সম্মতি ছাড়া
কিছু করতে চাইলাম না, যেন তোমার সৎকাজ
বাধ্যবাধকতার নয় বরং স্ব-ইচ্ছার ফল হয়।
[15] কারণ হয়তো সে এই জন্যই অল্প সময়ের
জন্য পৃথক হয়েছিল যেন তুমি অনন্তকালের জন্য
তাকে পেতে পার। [16] কিন্তু তুমি তাকে পুনরায়
গোলামের মত নয় বরং গোলামের চেয়ে বেশি
কিছু, প্রিয় ভাইয়ের মত পাবে; বিশেষভাবে সে
আমার প্রিয় এবং দৈহিক সম্পর্কে ও প্রভুতে,
উভয়ের সম্বন্ধে তোমার কত বেশি প্রিয়!
[17] অতএব যদি তুমি আমাকে তোমার সহভাগী
বলে জান তবে আমাকে যেভাবে গ্রহণ করতে
তাকেও ঠিক সেভাবে গ্রহণ করো। [18] আর যদি
সে তোমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে কিংবা
তোমার কাছে কোন বিষয়ে ঋণী থাকে তবে তা
আমার বলে গণ্য কর; [19] আমি পৌল নিজের
হাতে এই কথা লিখলাম; আমিই তা পরিশোধ

[১:১] ইফি ৩:১; প্রেরিত ১৬:১; ২করি ১:১; ফিলি ২:২৫। [১:২] কল ৪:১৭; ফিলি ২:২৫; রোমীয় ১৬:২৫। [১:৩] রোমীয় ১:৭। [১:৪] রোমীয় ১:৮; ১:১০। [১:৫] প্রেরিত ০:২১; কল ১:৪; ১থিষ ৩:৬ । [১:৭] ২করি ৭:৪,১৩; রোমীয় ১৫:৩২; ১করি ১৬:১৮। [১:৯] ১করি ১:১০; ইফি ৩:১। [১:১০] ১থিষ ২:১১; কল ৪:৯; প্রেরিত ২১:৩৩। [১:১৩] প্রেরিত ২১:৩৩। [১:১৪] ২করি ৯:৭; ১পিতর ৫:২। [১:১৬] মথি ২৩:৮; প্রেরিত ১:১৬; ১তীম ৬:২। [১:১৭] ২করি ৮:২৩। [১:১৮] পয়দা ৪৩:৯। [১:১৯] ১করি

**১ মসীহ্ ঈসার বন্দী।** পৌল এই পত্রটি লেখার সময় রোমে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। সম্ভবত তিনি ফিলীমনকে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, ওনীষিমের জন্য ফিলীমনের প্রতি তিনি যে অনুরোধ করেছেন, তা ঈসা মসীহের জন্য তাঁর নিজ কষ্টভোগের চেয়ে তুলনায় ক্ষুদ্রতর।

**২ আপ্পিয়া।** সম্ভবত ফিলীমনের স্ত্রী।

**সহসেনা আর্খিপ্প।** সম্ভবত তিনি কলসী মণ্ডলীতে পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকে মনে করেন, তিনি ফিলীমন ও আপ্পিয়ার পুত্র। তিনি পৌলের পরিচর্যা কাজে সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

**গৃহস্থিত মণ্ডলী।** সম্ভবত ফিলীমনের ঘরটিকে কলসীয় মণ্ডলীর ঈমানদাররা এবাদতের একটি স্থান হিসেবে ব্যবহার করতেন।

**৬ সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞান।** মসীহ্‌তে উত্তমতা অর্জনের পূর্ণতা ও তাঁর অপরিমেয় দোয়া ও রহমত লাভের উপলব্ধি, যা মসীহ্ নিজে ঈমানদারদেরকে দেন।

**মসীহের জন্য কার্যকারী।** পৌল এই মুনাজাত করছেন যে, ফিলীমন যেন ঈসা মসীহের মত একই চেতনাবিশিষ্ট ও সহভাগিতায় পূর্ণ হন এবং ঈসায়ী মহব্বত ও উদারতায় পূর্ণ হন।

**১০ কারাগারে … জন্ম দিয়েছি।** পৌল রোমে গৃহবন্দী থাকাকালে ওনীষিমকে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষা দেন।

**১১ উভয়ের উপযোগী।** ওনীষিম নামের অর্থ 'উপযোগী'; কাজেই পৌল বোঝাতে চাইছেন যে, ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওনীষিম তার নামের সার্থকতা পূরণ করেছেন।

**১২ ফিরে পাঠালাম।** ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে ইঞ্জিল শরীফে সরাসরি কোন কথা বলা হয় নি, এমন কি ঈসায়ী ক্রীতদাসদের ব্যাপারেও নয়। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মণ্ডলী এ ধরনের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তা মসীহের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতো এবং মণ্ডলীও ক্ষতিগ্রস্ত হত। তাই প্রেরিতরা সে সময় সরাসরি কোন নির্দেশ না দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশের মাধ্যমে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

**নিজের প্রাণতুল্য।** ওনীষিমকে পৌল ঈসায়ী করেছিলেন, তথা নতুন জন্ম দান করেছিলেন; সে কারণে তিনি ছিলেন পৌলের রূহানিক সন্তান ও অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি।

**১৪ স্ব-ইচ্ছার ফল।** ঈসায়ী মহব্বতের নীতি অনুসারে ফিলীমনের উচিত ওনীষিমকে সমস্ত প্রকার অভিযোগ থেকে ও দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়া। কিন্তু এর জন্য পৌল কোন ধরনের নির্দেশনা দেন নি বা জোর করেন নি; বরং তিনি চেয়েছেন যেন ফিলীমন স্বেচ্ছায় এই কাজটি করেন এবং তার মধ্য দিয়ে সকল ঈসায়ী নেতা এই দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করেন।

**১৬ প্রিয় ভাইয়ের মত।** সকল ঈসায়ী ঈমানদার, যারা ঈসায়ী ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছে, তাদের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকা কখনোই সম্ভব নয়। পৌল ওনীষিমকে একজন ক্রীতদাস হিসেবে নয়, বরং একজন প্রিয় ভাই ও সহ-ঈমানদার হিসেবে দেখার জন্য ফিলীমনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

করবো– তুমি যে নিজের বিষয়ে আমার কাছে ঋণে আবদ্ধ তোমাকে সেই কথা বলতে চাই না।
২০ হ্যাঁ, ভাই, প্রভুতে তোমার কাছ থেকে আমার লাভ হোক; তুমি মসীহে আমার প্রাণ জুড়াও।
২১ তোমার বাধ্যতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে তোমাকে লিখলাম। আমি যা বলেছি, আমি জানি যে, তুমি তার চেয়েও বেশি করবে।
২২ আর একটা কথা বলছি– আমার জন্য বাসাও প্রস্তুত করে রেখো, কেননা আশা রাখি যে, তোমাদের মুনাজাতের ফলে আমাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

**শেষ কথা ও দোয়া**

২৩ মসীহ্ ঈসাতে আমার সহবন্দী ইপাফ্রা তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন, ২৪ মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা ও লূক, আমার এই সহকর্মীরাও তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন।
২৫ ঈসা মসীহের রহমত তোমাদের রূহের সহবর্তী হোক। আমিন।

১৬:২১। [১:২০] ১করি ১৬:১৮। [১:২১] ২করি ২:৩। [১:২২] ফিলি ১:২৫; ২:২৪; ইব ১৩:২৯; ২করি ১:১১; ফিলি ১:১৯; ১:২৩; কল ১:৭; আঃ ১; রোমীয় ১৬:৭; কল ৪:১০; গালা ৬:১৮।

# ইহুদী থেকে আসা ঈমানদারদের প্রতি পত্র

## ইবরানী, ইয়াকুব, ১ পিতর, ২ পিতর, এহুদা

পাক-রূহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত এই পত্রগুলো বিশেষভাবে ইহুদী থেকে আসা ঈমানদারদের কাছে লেখা হয়েছে। ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ীদের কাছে লেখা এই সব পত্র থেকে প্রেরিত পৌলের পত্রগুলো ভিন্ন, কারণ এই পত্রগুলোতে সেই সব বিষয়বস্তু নেই যা বিশেষ করে প্রেরিত পৌলের পত্রতে অ-ইহুদী ঈমানদারদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মণ্ডলীর অর্থাৎ মসীহের দেহের বৈশিষ্ট্য, মসীহ্‌তে অবস্থান, লক্ষ্য ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইবরানী পত্রের লেখক মণ্ডলীর বিষয়ে এসব সত্যে ঈমান আনেন, কিন্তু তাঁর পাঠকদের কাছে তা ব্যাখ্যা করেন নি। এর পরিবর্তে গুনাহ্ থেকে নাজাতের যে মহান ব্যবস্থা আল্লাহ্ করেছেন এবং তা ইহুদী ধর্ম থেকে যে অনেক বড়, সেই বিষয়টি তাঁর পত্রে তিনি উপস্থাপন করেছেন। এর কারণ হল, এই পত্রগুলো বিশেষভাবে ইহুদী থেকে আসা ঈমানদারদের কাছে লেখা হয়েছে, অ-ইহুদী ঈমানদারদের কাছে লেখা হয় নি। অপরদিকে প্রেরিত পৌলের সবগুলো পত্রই অ-ইহুদী ঈমানদারদের কাছে লেখা হয়েছে। ইহুদী ঈমানদারদের কাছে লিখিত পত্রগুলোর উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ইবরানী নামক পত্রটির উদ্দেশ্য হল ইবরানী, অর্থাৎ ইহুদীদের কাছে মসীহের দেওয়া গুনাহ্ থেকে নাজাত যে পরিপূর্ণ এবং তাদের যে আর কিছুর দরকার নেই তা ঘোষণা করা এবং ইহুদী থেকে আসা ঈমানদাররা আবার তাদের পুরানো রীতিনীতির দিকে যেন ফিরে না যায় সে বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া। পুরাতন নিয়মের ঈমানদাররা যে নৈতিক জীবন-যাপন করেছেন ইয়াকুব সে বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা দান করেছেন।

- ১ পিতর পত্রটিও ইহুদী থেকে আসা ঈমানদারদের কাছে লেখা হয়েছে, যারা অত্যাচারিত হয়ে তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন (১:১-২)।

- ২ পিতর ও এহুদা পত্র বিশেষভাবে ইহুদী ঈমানদারদের সম্বোধন করে লেখা হলেও তা যে কোন ঈসায়ী ঈমানদারের জন্য প্রযোজ্য।

ইহুদী থেকে আসা ঈমানদারদের কাছে লেখা পত্রগুলোর বিষয়বস্তু হল ঈমানে অবিচল থেকে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ থেকে নাজাতের ব্যবহারিক শিক্ষা প্রকাশ করা। ঈসায়ী ঈমানে অবিচল জীবন-যাপন নির্ভর করে কিতাবুল মোকাদ্দস সম্বন্ধীয় ঈসায়ী ঈমানের শিক্ষার ভিত্তির উপর। পৌলের পত্রগুলোতেও এসব আ-চরণের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই পত্রগুলোতে মসীহের সঙ্গে যুক্ততা, তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান, বেহেশতারোহণ এবং মহিমার সঙ্গে ফিরে আসার ফলে ঈমানদারদের যে অবস্থান ও অধিকার তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে (রোমীয় ৬:১-১১; ইফি ১:১-১৪; ৪:১-৩; কল ৩:১- ৪)। তাই এই দুই ধরনের পত্রের মধ্যে কোন মতপার্থক্য বা পরস্পর বিরোধী কোন শিক্ষা নেই। এই দুই ধরনের পত্রে একই মসীহ্, একই নাজাত এবং একই আশার বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা, ব্যাখ্যা করা ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।